মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

সামিট – জেরা একত্রে কার্বন নিউট্রাল রোডম্যাপ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করল

ছবি ক্যাপশন: *জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প উপমন্ত্রী [তাদা আকিহিরো] উপস্থিতিতে* সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে সিএফও **নিকোলাস প্যাডগালসকাস** এবং জেরা এশিয়ার *সিইও* ***তোসিরো কুদামা*** *সামিটের কার্বন নিউট্রাল রোডম্যাপ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন টোকিওর এশিয়ান গ্রিন গ্রোথ পার্টনারশিপ মিনিস্ট্রিয়াল (এজিজিপিএম) সভায়।*

(টোকিও), ২৫ এপ্রিল ২০২২, সোমবার:

আজ, সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ("সামিট") এবং জেরা এশিয়া প্রা: লিমিটেড (“জেরা এশিয়া”), জাপানের জেরা কর্পোরেশনের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা অব্যাহত রেখে কার্বন নিরপেক্ষ রোডম্যাপ তৈরির উদ্দেশ্যে একটি সমঝোতা স্মারকে (“MOU”) স্বাক্ষর করেছে।

এই চুক্তিতে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সামিটের শূন্য কার্বন নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন, তা অর্জনের রোডম্যাপের রূপরেখা তৈরী এবং হাইড্রোজেন বা অ্যামোনিয়ার মতো সবুজ-জ্বালানী ব্যবহার করে ডিকার্বনাইজেশনের প্রচেষ্টা জোরদার করবার নির্দেশনা অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সিইও ও এমডি **আয়েশা আজিজ খান** বলেন, *“বাংলাদেশ ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি ফোরামের (সিভিএফ) সদস্য হিসেবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতীয় জ্বালানি চাহিদার ৪০% পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে সরবরাহ করার অঙ্গীকার করেছে। তার ধারাবাহিকতায়, সামিট এবং*

আমাদের অংশীদার জেরার সাথে নিয়ে, বিশ্বমানের অভিযোজন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা শূন্য কার্বন নির্গমন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করতে চাই।"

জেরা এশিয়ার *সিইও* **তোসিরো কুদামা** মন্তব্য করেন, *"জেরা এশিয়া বাংলাদেশে তার ডিকার্বনাইজেশন প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে নিয়ে সামিটের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত, কারণ জেরা নিজেও ২০৫০ সালের মধ্যে তার অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী কার্যক্রমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমিয়ে শূন্য-কার্বন অর্জন করতে চাইছে। আমরা বিশ্বাস করি জেরা এবং জাপানের অভিজ্ঞতার আলোকে, আমরা সামিট এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সক্ষম হবো।"*

আশা করা যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়বে। বাংলাদেশ বিভিন্ন জ্বালানি ব্যবহার করে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনখাত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে:

সামিট গ্রুপ বাংলাদেশের বৃহত্তম অবকাঠামো উন্নয়নকারি শিল্পগোষ্ঠী। সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সামিট একটি ভাসমান সংরক্ষণাগার এবং পুনঃগ্যাসে রূপান্তকরণ ইউনিট (এফএসআরইউ) জাহাজের স্বত্ত্বাধিকার এবং পরিচালনা করে যা বাংলাদেশে প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) গ্যাস সরবরাহ করে। এতে মিতসুবিশি কর্পোরেশন থেকে বিনিয়োগ আছে এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জাপানের তাইয়ো লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির থেকে বিনিয়োগ পেয়েছে সামিট। ২০১৯ সালে, জেরা কো. ইনকরপোরেটেড, "জেরা" সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের ২২% অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেছে।

www.summitpowerinternational.com

জেরা কো. ইনকরপোরেটেড সম্পর্কে বিস্তারিত:

জেরা একটি বৈশ্বিক জ্বালানী কোম্পানী যার প্রধান শক্তি হলো জ্বালানী সাপ্লাই চেইনের পুরোটা জুড়ে কাজ করবার ক্ষমতা, যার ব্যাপ্তি এলএনজি ও অন্যান্য জ্বালানী প্রকল্পে অংশগ্রহন, জ্বালানীর পরিবহন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জেরা, জাপানের প্রধান দুটি বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানী টেপকো ফুয়েল এন্ড পাওয়ার ইনকরপোরেটেড এবং চুবু ইলেকট্রিকের সমবিনিয়োগের যৌথ মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। জেরার লক্ষ্য হলো জ্বালানী খাতের সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ করা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:
মোহসেনা হাসান। হেড অফ পিআর এন্ড মিডিয়া। সামিট কর্পোরেশন লিমিটেড। ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । মোবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।

তাকাও অনুকী । সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জেরা এশিয়া পিটিই লিমিটেড । ইমেইল: takao.onuki@jeraeda.com